ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন

(সার-সংক্ষেপ)

২৫ অক্টোবর ২০১৫

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ: দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
সাদিয়া আহমেদ, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
ইফফাত শারমিন (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য বহুমুখী গবেষণা এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি 'পার্লামেন্টওয়াচ' ধারাবাহিকের ১২তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে আইন পাসের জন্য বিল প্রতি ব্যয়িত গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি এবং গড় কোরাম সংকট হ্রাস পাওয়ার মতো কতিপয় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে প্রশ্নবিদ্ধ "প্রধান বিরোধী দল" কর্তৃক প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি, বিধান থাকলেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়া, আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতাসহ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সংসদীয় কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয় নি। পর্যবেক্ষণাধীন অধিবেশনগুলোতে সংসদীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকারি দল এবং "প্রধান বিরোধী দল" সম্মিলিত সুরে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সরকারের মন্ত্রীসভার অংশবিশেষ এই কথিত "প্রধান বিরোধী দল" কর্তৃক সরকারের লেজুড়বৃত্তি ছিলো পরিষ্কার। তদুপরি সরকার দলের পক্ষ থেকেও এই লেজুড়বৃত্তিকে বিভিন্নভাবে দশম সংসদের ইতিবাচক অর্জন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত ছিলো।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতিসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষণীয়।

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এই প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১২তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে ও সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে প্রচারিত কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। এই গবেষণায় প্রথমবারের মতো অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পঞ্চম অধিবেশনে গবেষণা দলের প্রতিনিধিরা অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থেকে সরাসরি সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে।

১.৪ গবেষণার সময়

এই গবেষণায় জুন ২০১৪ - জুলাই ২০১৫ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

২. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

২.১ অধিবেশনের কার্যকাল

দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ১১২ দিন। দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। পঞ্চম অধিবেশনটিতে মূলত রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

২.২ কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ৩৮৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট।

চিত্র ১: বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন)

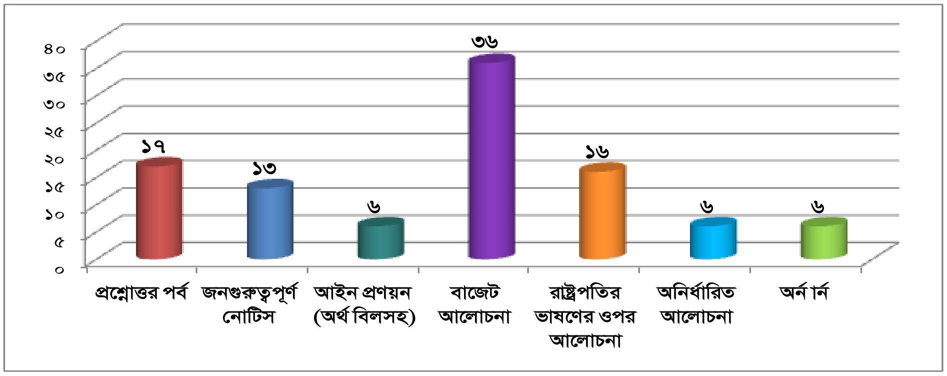

তথ্যসূত্র: সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে সদস্যদের ১১২ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২৩৯ জন যা মোট সদস্যের ৬৮%।

সার্বিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৪২% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে, ৩৯% সদস্য ৫১ থেকে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে এবং ৩% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[১] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫২ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন । এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে। উল্লেখ্য সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্যের উপস্থিতি নিয়ে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও সংসদের অধিবেশনে সদস্যরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য যিনি একইসাথে হত্যা মামলার আসামী ছিলেন উপস্থিতি নিয়ে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা দেখা যায়নি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৪০% এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৬৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। নবম সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫% এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে।

সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৯৩ দিন (প্রায় ৮৩%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৬৪ দিন (প্রায় ৫৭%) উপস্থিত ছিলেন।

৩.২ ওয়াকআউট

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্য ছয়বার ওয়াকআউট করে। ওয়াক আউটের কারণগুলোর মধ্যে *বিমানের চেয়ারম্যানকে অপসারণ, অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করা, "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১৪" পাস, পয়েন্ট অব অর্ডারে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়া* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.৩ কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনে মোট ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ

[১] প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৭ টাকা খরচ হয়।[২] এ হিসাবে প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। অষ্টম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দশম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে কোরাম সংকট এখনো অব্যাহত রয়েছে।

৪.১ আইন প্রণয়ন

এই পাঁচটি অধিবেশনে ৩০টি বিল পাস হয়। এক্ষেত্রে প্রায় ২১ ঘন্টা ৩৮ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৬ শতাংশ। বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে মোট ২৯ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সকল প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩০ মিনিট। উল্লেখ্য, প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা "সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪" জনমত যাচাই-বাছাই এর প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করলেও বিভক্তি ভোটের সময় নিজেদের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। এক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে যথোপযুক্ত ওরিয়েন্টেশনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৪.২ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

দুইটি বাজেট অধিবেশনে মোট ১৩৯ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট ব্যয়িত সময়ের ৩৬ শতাংশ। এই দুইটি অধিবেশনে মোট ২৬৫ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন, ৮৫ জন সদস্য (প্রায় ২৪%) কোন বাজেট অধিবেশনেই আলোচনায় অংশ নেননি। এই পর্বে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজ দলের এবং সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয় ১৬৩৮ বার এবং সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের বিভিন্ন মন্তব্য ও কার্যক্রম এবং বর্তমান সরকারের কিছু কিছু কার্যক্রমের সমালোচনা করা হয় ১৪১৬ বার। ষষ্ঠ অধিবেশনে মূল বাজেটের ওপর বক্তব্যে বরাদ্দ সময়ের ৩৫ শতাংশ সময়ই সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা, প্রশংসা করেন। সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি দেখা যায়।

৫. জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা কার্যক্রম

৫.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ১৫টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ৫৬ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ৪১ জন সরকারি দলের, ১১ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৪ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। সদস্যরা যে সকল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সফলতা ও বর্তমান প্রেক্ষিত, প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধা বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, হরতাল-অবরোধের সময় সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারের বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি, গার্মেন্টস বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা প্রদান, সীমান্ত চুক্তি পরিকল্পনার অগ্রগতি, অর্থনৈতিক গতিশীলতা অর্জনে পরিকল্পনা, কৃষিবান্ধব কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ৪৯টি কার্যদিবসে মোট ২০৫ জন সদস্য অধিবেশনের মোট সময়ের প্রায় ১৪ শতাংশ সময় অংশগ্রহণ করেন। মোট ২৯২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩৪টি) ছিলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।

৫.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

এই পর্বে উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১৯টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় - *মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরী ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ।*

---

[২] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৫.৭৩ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.৪৬ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা (২০১১-১২)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৯২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৭ টাকা এবং দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত ৪৮ ঘন্টা ৪১ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের হালনাগাদ তথ্যও এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

৫.৩ জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস

বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ১৫৮২টি নোটিসের মধ্যে ৮২টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৩৫টি নোটিস সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (১৪টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৪৩৯টি নোটিসের ওপর বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী আলোচনায় অংশ নেন। স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৭৬টি)। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়। বিধি-৬৮ অনুযায়ী 'এস. এস. সি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পিছিয়ে দেওয়া' প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৪ অনির্ধারিত আলোচনা

এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৬ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়। এক্ষেত্রে মোট ৮০জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের মধ্যে, ফরমালিন অপব্যবহার রোধে সরকারি উদ্যোগের আহ্বান, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকা, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য প্রেরণ, বিদেশে অর্থ পাচার রোধকরণ, বিএনপি কে দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা, বাংলাদেশ বিমানের দুর্নীতি ও পরিত্রাণের উপায়, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে মোট ৩০৯ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, ৪১ জন সদস্য (প্রায় ১২%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। সবচেয়ে বেশী সদস্য (৭৬%) বাজেট আলোচনায় অংশ নেন। কিন্তু আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মাত্র ৮% সদস্য অংশগ্রহণ বরেন। উল্লেখ্য জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২৫টি আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.৫ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

দশম সংসদের ৪৮টি কমিটি মোট ৫২৭টি সভা করে। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কমিটির মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী প্রতিটি কমিটি কমপক্ষে ১৭টি সভা করার কথা। কিন্তু মাত্র চারটি কমিটি সে অনুযায়ী সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৩৪টি সভা করে। পিটিশন কমিটি বছরে মাত্র একটি সভা করে। দু'টি কমিটি কোনো সভাই করেনি।

চিত্র ২: কমিটির সভা অনুষ্ঠান (সংখ্যা)

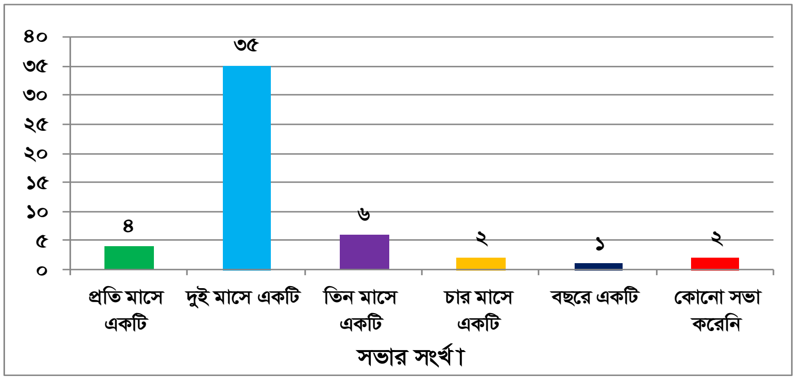

এছাড়া কমিটির সদস্য ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদেরও কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী ৫০টি কমিটির মধ্যে ৫টিতে সদস্যের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা রয়েছে (টিআইবি ২০১৫)। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা এর কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের জন্য কমিটির সদস্যদের বিদেশ সফরের কার্যকরতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ইতিপূর্বে স্পিকারের অনুমতি নেওয়ার বিধান ছিল যা ২০১০ সালে তৎকালীন

স্পিকারের এক রুলিং বলে তা বাতিল করা হয়। সাতটি কমিটি[৩] মোট সাতটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। এছাড়া স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির কতিপয় সুপারিশ বা পরামর্শ -

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা সত্ত্বেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ
- অবৈধ ভি ও আই পি ব্যবসায় জড়িত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে ঔষধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালানি বিল তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডার নিয়ে অনিয়মসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে কমিটি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে
- বিএডিসির টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে অসন্তুষ্টি ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ
- ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে পৃথক কমিটি গঠনের সুপারিশ
- নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আন্ত:মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ

৬. রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের সমালোচনা ও অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা এবং নিজ দলের ও সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা। সংসদে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে নির্বাচনী এলাকার চাহিদা সম্পর্কিত দাবি উত্থাপন এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের ঘাটতি লক্ষণীয়।

৭. সংসদীয় কার্যক্রমে স্পিকারের ভূমিকা

কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের উপর রুলিং প্রদান করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রে এধরনের আলোচনার সময় তার নীরব ভূমিকা দেখা যায়। বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পিকারের দায়িত্ব হলেও কিছু কিছু ঘটনায় এর ব্যতয় লক্ষণীয়। এর মধ্যে অধিবেশন চলাকালীন নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা, অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলা, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, নামাজের বিরতির নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজার পর গ্যালারিতে সদস্যদের প্রবেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৮. সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

এই পাঁচটি অধিবেশনে ৬৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাতজন নারী সদস্য (৪ জন সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন (১৭ জন সংরক্ষিত আসন), চারজন নারী সদস্য (তিনজন প্রধান বিরোধী দলের) বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে নয়জন নারী সদস্য ১১টি নোটিসের ওপর এবং ৭১-ক বিধিতে ২৮ জন নারী সদস্য ৮২টি নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া ৫৮ জন (৪৩ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৫৯ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

৯. সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা

মন্ত্রীসভায় কথিত "প্রধান বিরোধী দল"-এর সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় "প্রধান বিরোধী দল"-কে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন থেকে শুরু করে দশম সংসদের প্রায় দেড় বছরের কার্যক্রমে "প্রধান বিরোধী দল"-এর বিতর্কিত অবস্থানের কারণে বিভিন্নভাবে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এর মধ্যে

[৩] সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, সরকারি হিসাব কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি।

সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায় অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা, বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও অনুরোধ ব্যতীত জোরালো সমালোচনা করে "প্রধান বিরোধী দল"-এর প্রত্যাশিত অবস্থান না নেওয়া, সরকারি দলের কোনো কোনো সদস্য সম্পর্কে সংসদের বাইরে বিতর্ক হলেও অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের লেজুড়বৃত্তি করা উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বেও জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করলেও তাদের নিজেদের প্রস্তাবনার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে দেখা যায় নি। প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে "বিরোধী দল" নিজেদের মতামত প্রকাশ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সময় সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষেই ভোট দেয়। অন্যান্য বিরোধী সদস্যদেরকেও জোরালো ভূমিকা রাখতে দেখা যায় নি।

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের নির্দেশক পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল বৃদ্ধি, প্রতিটি আইন পাসের গড় সময় ও প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়া এবং কমিটি সভার সময় ও স্থানের বিবরণ সভার পূর্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশের মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু সরকার গঠনের পর থেকে "প্রধান বিরোধী দল" এর বিতর্কিত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তাদের প্রত্যাশিত জোরালো ভূমিকার ঘাটতি; সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা ও অশালীন ভাষার প্রাধান্য, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের শক্তিশালী ভূমিকার অনুপস্থিতি, বিধান থাকলেও কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়া, আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের আলোচনা পর্বে সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ এবং কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয় নি। অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া পূর্ববর্তী সংসদের তুলনায় বিরোধী দলের কম ওয়াকআউট করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে এবং সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অবস্থান বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

১১.সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

১. অসংসদীয় আচরণ এবং ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার এবং বিরোধী উভয় পক্ষকে অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা পরিহার করতে হবে।

২. সংসদে বিরোধী দলকে বিতর্কিত অবস্থান পরিহার করে প্রকৃত ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে হবে।

৩. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে; প্রশ্নোত্তর ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে অধিক সময় বরাদ্দ এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. পূর্ববর্তী সংসদে তামাদি হয়ে যাওয়া স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য স্বীকৃতি প্রদানের চর্চা পুনর্বহাল এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৬. আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব বাতিল করার ধারাবাহিকতা থেকে বের হয়ে এসে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৭. জনগণের সাথে সংসদের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে।

৮. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

৯. কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করতে হবে এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।

১০. সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১২. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ (প্রথম-সপ্তম অধিবেশন)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।